আরামবাগে শপিংমল দখল করছে ফুটপাত

অন্যদিকে ফুটপাত থেকে চলছে হকার উচ্ছেদ অভিযান

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ হুগলি জেলার অন্যতম পৌর শহর আরামবাগের রূপ অনেকটাই বদলেছে। বর্তমান শাসকদলের আমলে শহরের রাস্তাঘাট, নিকাশি, পথআলো নিয়ে খুশি আরামবাগবাসী। পৌর পরিষেবা নিয়েও বিশেষ কোনও অভিযোগ নেই। কিন্তু সমস্যা অন্য জায়গায়। আরামবাগ শহরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা লিঙ্করোডের গা ঘেঁষে গত কয়েক বছরে গড়ে উঠেছে বেশ কয়েকটি নামকরা শপিংমল। উল্লেখ্য, কলকাতা থেকে আরামবাগ হয়ে এই রাজ্যসড়কটি বাঁকুড়া-পুরুলিয়া পর্যন্ত যাতায়াতের মূল সড়ক পথ, শহরের প্রাণভ্রমরা বলা চলে। কিন্তু, দুঃখের বিষয়, এই রাস্তার গা ঘেঁষে নির্মিত শপিংমলগুলি পার্কিংয়ের জন্য কোনও নিজস্ব জায়গা না রেখেই ব্যবসা শুরু করেছে। আর তাদের ব্যবসার ছাড়পত্রও দিয়ে দিয়েছে আরামবাগ পৌরসভা। ফলে পুজোর মুখে প্রতিদিন বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত ভীড়ে ঠাসা শপিংমলগুলিতে মার্কেটিং করতে আসা মানুষজন তাঁদের মোটরবাইক, গাড়ি অবাধে পার্কিং করছেন গুরুত্বপূর্ণ এই লিঙ্করোডের উপরেই। এছাড়াও দাঁড়িয়ে থাকছে সারি দিয়ে টোটো, খদ্দেরের আশায়। ফলে অনেকটা অংশ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ছে রাস্তার। এরফলে লিঙ্করোড দিয়ে শুধু যে গাড়ি চলাচলে অসুবিধা হচ্ছে তা নয়, আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে দুর্ঘটনারও। আর অদ্ভুত কারণে চোখ বুজে আছে পৌর প্রশাসন

থেকে ট্রাফিক পুলিশও। এ নিয়ে রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন আরামবাগবাসী থেকে শুরু করে রাজনৈতিকমহলও। এই প্রসঙ্গে সিপিএমের আরামবাগ জোনাল কমিটির সম্পাদক পূর্ণেন্দু চ্যাটার্জী বলেন, আরামবাগে বাজার বাড়ছে, শপিংমল হচ্ছে, এটা ঠিক আছে। কিন্তু এদের মধ্যে কেউ কেউ ফুটপাত দখল করে জেনারেটর পর্যন্ত বসাচ্ছে। নিজস্ব পার্কিং নেই। ফুটপাত বেহাত হয়ে যাচ্ছে। পুরসভা খেয়াল করছে না। অথচ ছোটো ছোটো ব্যবসায়ীদের ফুটপাত থেকে তাড়ানোর জন্য উচ্ছেদ অভিযান চলছে। এটা আমি মনে করি, পুরসভার দ্বিচারিতা। এর ফলে ভাগ করছে আরামবাগের স্থানীয় ক্ষুদ্র অসংখ্য ব্যবসায়ী। অন্যদিকে বিজেপির আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বিমান ঘোষ বলেন, বরাবরই তৃণমূল কংগ্রেস টাকা খেয়ে বড়লোকেদের দালালি করে এসেছে। এখানেও তার ব্যতিক্রম নেই। রবীন্দ্রভবনের পাশে রাস্তা সংকীর্ণ করে ওরা পার্কিং করে টাকা তুলছে। অথচ শপিংমলগুলো যেভাবে ফুটপাতকে নিজেদের সম্পত্তি করে নিয়েছে, তার দিকে পুর কর্তৃপক্ষের নজর নেই। আমরা এই বিষয়টি লক্ষ্য করেছি। জেলাশাসক এবং মহকুমাশাসকের কাছে আমরা স্মারকলিপি জমা দেব। পুজোর পর এই নিয়ে আরামবাগ জুড়ে দীর্ঘ আন্দোলনেও নামব আমরা। তবে রাজনৈতিক চাপানউতোর যাইহোক না কেন, আরামবাগবাসীদের একটা বড় অংশই মনে করছেন, এইভাবে ফুটপাত দখল করে মানুষের অসুবিধা করে ব্যবসার অনুমতি শপিংমল ও অন্যান্য বড় ব্যবসায়ীদের দিয়ে ঠিক করেনি পুরকর্তৃপক্ষ। যদিও খুব তাড়াতাড়িই এই সমস্যা মেটানো হবে বলে আশ্বাস আরামবাগ পুর কর্তৃপক্ষের।

স্বপ্নাদেশ পেয়ে শুরু হয় খাঁ পরিবারের প্রাচীন পুজো

নিজস্ব সংবাদদাতা, ইন্দাস ঃ বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়ের থানার পাটিত গ্রামের খাঁ পরিবারের প্রায় ২৭০ বছরের প্রাচীন দুর্গাপুজোটি এবছরেও মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এটি একটি পারিবারিক পুজো। খাঁ পরিবারের এই দুর্গাপুজোটি পুরুষানুক্রমে হয়ে আসছে আজও। পরিবারের কর্তাদের কাছ থেকে জানা গিয়েছে, প্রায় ২৭০ বছর আগে ভগবত খাঁয়ের স্ত্রী মায়াবতী খাঁ মা দুর্গার দর্শন ও স্বপ্নাদেশ পেয়ে এই দুর্গাপুজোটি প্রচলন করেন। একদিন দুপুরে মা দুর্গা মায়াবতীদেবীকে দর্শন দেন এবং পুজো করার নির্দেশ দেন। সেই বছর থেকেই মায়াবতীদেবী পুজোর আয়োজন করেন এবং পুজোর প্রচলন করেন। তারপর থেকেই খাঁ পরিবারের প্রায় পাঁচ-ছয় পুরুষ ধরে এই পুজো হয়ে আসছে। এই পুজো যেহেতু বৈষ্ণবমতে হয়ে আসছে, তাই এখানে ছাগ বলি হয় না। তার পরিবর্তে মুণ্ডীবলি হয়ে আসছে। একচালার মধ্যেই মা দুর্গার সঙ্গে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক ও গণেশের অবস্থান। মৃন্ময়ী মূর্তিতে ডাকের সাজে সজ্জিত করা হয় মা দুর্গাকে। এই খাঁ পরিবারের বয়োঃজেষ্ঠ্য বর্তমান সদস্য অনীল খাঁ, সুশীল খাঁ, শ্রীদাম খাঁ প্রমুখরা জানালেন, আমাদের পুজোটি প্রায় ছয় পুরুষ ধরে হয়ে আসছে। মায়ের নামে কিছু জমি জায়গা আছে। তাছাড়া খাঁ পরিবারের সদস্যরা পরিবার পিছু চাঁদা দিয়ে পুজোটির খরচ চালানো হয়। পরিবারের সদস্যরা মিলিতভাবে পুজোটি পরিচালনা করে থাকেন। গ্রামের মানুষজন ছাড়াও পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি থেকেও বহু মানুষ প্রতিমা দর্শন করতে আসেন। পুজো উপলক্ষ্যে এই বাড়িতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। আলোকসজ্জার মাধ্যমে পুজো মণ্ডপটি সুসজ্জিতভাবে সাজানো হয়। গ্রামের অন্যান্য মানুষেরাও এই পুজোয় অংশ নিয়ে আনন্দ উপভোগ করেন।

ইতিহাস জড়িয়ে আছে পুরুলিয়ার পঞ্চকোট রাজবাড়ির দুর্গাপুজোকে ঘিরে

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ বহু বছর আগে পুরুলিয়ার কাশীপুরের পঞ্চকোট রাজবাড়ির দুর্গাপুজো দেখতে শুধু এরাজ্যের মানুষের মধ্যেই নয় বিহার (বর্তমানে ঝাড়খণ্ড) রাজ্যের বড় একটি অংশের উৎসবপ্রেমী মানুষের মধ্যেই ধুম পড়ে যেত। মহা আড়ম্বরের সঙ্গে রাজ ঘরানার দুর্গাপুজো হয়ে আসত। রাজপ্রাসাদের দক্ষিণ পিঁড়িতে আজও সেই পুজো হলেও জৌলুস হারিয়েছে কাশীপুর রাজবংশের পুজো। রাজ বংশের সেই শারদোৎসবের শুরু থেকেই মহিষ বলি হত। সেই বলিদান পর্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে দূর দূরান্ত এমনকি বিহার প্রদেশ থেকে গাড়ি ভাড়া করে হাজার হাজার মানুষ মহা নবমীর দিন কাশীপুর রাজবাড়িতে ছুটে এসে মহিষ বলি চাক্ষুষ উপলব্ধি করতেন। কিন্তু সেদিনের সঙ্গে আজকের অনেক ফারাক। সেইসব কিছুই আজ গল্প হয়ে রয়ে গিয়েছে ইতিহাসের পাতায়। পঞ্চকোট রাজবংশের উত্তরসূরীদের কাছ থেকে জানা যায়, বেশ কয়েকশো বছর আগে পঞ্চকোটের মহারাজা নীলমণি সিংহদেও এই দুর্গাপুজোর প্রবর্তন করেছিলেন। শুরুতে দেবী ছিলেন অষ্টভূজা। এই অষ্টভূজার পুজো ঘিরে ছিল বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা। পরে মহারাজা নীলমণি সিংহদেও ১৮৫৭ সালে দশভূজার পুজো শুরু করেন। তারপর সেই বছরেই ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে যোগ দেন নীলমণি সিংহদেও। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেওয়ার অপরাধে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার রাজা নীলমণি সিংহদেও-এর সমস্ত জমিজমা বাজেয়াপ্ত করেন। তারপরে জমি ফিরে পেতে মামলা করা হয়। তখন মামলা সংক্রান্ত কাজকর্মের জন্য আইনী উপদেষ্টা হিসাবে মাইকেল মধুসূদন দত্তকে কাশীপুরের রাজ পরিবারে নিয়ে আসা হয়। তখন ছিল রাজা নীলমণি সিংহদেও-এর উত্তরসূরী রাজা জ্যোতিপ্রকাশ সিংহদেও-এর আমল। দীর্ঘদিন পর মামলায় জিতে জমিজমা ফেরৎ পান তৎকালীন রাজা। কিন্তু এসবের পরেও তখন কোনও কিছু বিন্দু মাত্র প্রভাব পড়েনি পঞ্চকোট রাজ পরিবারের দুর্গাপুজোয়। রাজবাড়ির দক্ষিণপিঁড়িতে পুজো যথারীতি হয়ে আসছে। পাশাপাশি রাজবংশের দেবস্থল কাশীপুরের দেবী বাড়িতেও রাজাদের প্রতিষ্ঠিত আর একটি দুর্গাপুজো হয়ে থাকে। রাজকীয় প্রথা মেনে রাজবাড়ির দক্ষিণ পিঁড়িতে শুরুর দিকে মহিষ বলি ও পরে ছাগবলি হতো। পরে ঘটনাচক্রে মহিষ বলি রদ হয়ে যায়। কাশীপুর রাজবংশের শেষ যুবরাজ ভুবনেশ্বরীপ্রসাদ সিংহদেও মারা যাওয়ার পর তাঁর বোন মাহেশ্বরীদেবী দুর্গাপুজো পরিচালনা করে আসতেন। কিন্তু বছর কুড়ি আগে তিনি রাজবাড়ির দক্ষিণপিঁড়ির পুজোতে ছাগবলি প্রথার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। মাহিশ্বরীদেবী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে উত্তরপ্রদেশের লক্ষ্ণৌতে চলে যান। বর্তমানে তিনি সেখানে থাকলেও কাশীপুর পঞ্চকোট রাজবাড়ির দক্ষিণপিঁড়ির দুর্গাপুজো তাঁর মতামত অনুযায়ী বৈষ্ণব মতেই হয়ে থাকে। অবশ্য রাজাদের দেবী বাড়ির পুজোয় আজও ছাগবলি দেওয়ার প্রথা চালু আছে। রাজবাড়ির দক্ষিণপিঁড়ির পুজো ও দেবী বাড়ির পুজো দেখতে আজও সাধারণ মানুষের ঢল নামে। তবে রাজবাড়ির পুজোতে আগের মতো আর সেই জৌলুস নেই বললেই চলে।

গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মঘাতী বৃদ্ধা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ গায়ে আগুন লাগিয়ে মঙ্গলবার রাতে আত্মঘাতী হলেন এক বৃদ্ধা। এই ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়া জেলার খাতরা শহরের জীবনপুরে। মৃতার নাম জবা রজক (৬০)। স্বামী লক্ষ্মীকান্ত রজক কবিরাজি চিকিৎসা করেন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে ওই বৃদ্ধা কাউকে না জানিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। পরে বাড়ির পিছন দিকে ফাঁকা জায়গায় গিয়ে গায়ে আগুন লাগান। এদিন সকালে বাড়ির লোকজন সহ প্রতিবেশীরা আগুনে পুড়ে যাওয়া বৃদ্ধার মৃতদেহ দেখতে পান। প্রতিবেশী ও পারিবারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই ওই বৃদ্ধা মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। সেই কারণেই গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন বলে প্রাথমিক অনুমান। পরে পরিবারের লোকজন ও প্রতিবেশীরা খাতরা থানায় খবর দেন। পুলিশ গিয়ে দগ্ধ দেহটি উদ্ধার করে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। কোনও অভিযোগ হয়নি। অস্বাভাবিক মৃত্যুর একটি মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

জেলাশাসককে স্মারকলিপি বাঁকুড়া এসসি এসটি ওবিসি শ্রেণির

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ তপশিলি জাতি, উপজাতি ও অনগ্রসর শেণির পক্ষ থেকে বুধবার জেলাশাসকের কাছে এক স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। এদিন বাঁকুড়া শহরের হিন্দু উচ্চবিদ্যালয়ের সামনে জমায়েত হতে মিছিল করে জেলাশাসকের দফতরে যান তাঁরা। অল ইন্ডিয়া কনফেডারেশন অফ এসসি এসটি ওবিসি অর্গানাইজেশনের বাঁকুড়া জেলা সভাপতি কলু বাউরি জানান, তাঁদের দশ দফা দাবিগুলির মধ্যে ছিল তপশিলি জাতি, উপজাতি ও অনগ্রসর শ্রেণির সার্টিফিকেট দেওয়ার ক্ষেত্রে হয়রানি চলবে না, এখনও যাদের রেশন কার্ড নেই তাদের রেশন কার্ড দিতে হবে, জঙ্গলমহল এলাকায় গরিব মানুষদের বসবাস ও চাষাবাদের জন্য জমি পাট্টা দিতে হবে, যে সমস্ত মানুষের পাট্টা রয়েছে, তাদের রেকর্ডভুক্ত হবে, বন্ধ হোস্টেলগুলি চালু করতে হবে প্রভৃতি।

মঙ্গলকোট ব্লক জুড়ে দুর্গাপুজোয় রয়েছে অভিনবত্বের ছাপ, প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ মঙ্গলকোট এটা গ্রামে শ্রীচৈতন্যদেবের পার্ষদ সহদর নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর উত্তরাধিকার গোস্বামী বাড়িতেও দুর্গাপুজো হয় বৈষ্ণব রীতি অনুসারে। ১৯৪৯ সালে মুরারীমোহন গোস্বামী'র হাত ধরে এই দুর্গাপুজোর সূচনা হয়। তাই এই পুজো ঘিরে রয়েছে এক অলৌকিক কাহিনী। জানা গিয়েছে যে, মুরারীমোহন গোস্বামী তাঁর গ্রামের বাড়ি বেড়েগ্রামের বাড়িতে যান। সেখানে দেখেন যে, প্রামাণিকদের গাড়ি খারাপ হয়ে যাওয়ায় গাড়ির চালক মন্দিরে গিয়ে দুর্গার ঘটের জল এনে গাড়িতে ব্যবহার করছেন। তারপর মুরামীমোহনবাবু লক্ষ্য করেন, দুর্গার প্রধান বিশালাকৃতি ঘট উল্টে গিয়েছে। এই দৃশ্য দেখে মুরারীমোহনবাবু মঙ্গলকোটের গ্রামে ফিরে আসেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে নিজের বাড়িতে মহাপ্রভুর আটচালায় গিয়ে দেখেন এক অপরিচিত ব্যক্তি তাঁর জন্য অপেক্ষা করছেন। এরপর সেই

ব্যক্তি মুরারীমোহনবাবুকে জানান, আগের দিন রাতে তাঁদের আটচালায় লাল শাড়ি পরে এক মেয়ে সারারাত নুপূর বাজিয়ে আমার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। এরপর সে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। জানতে পারেন, বেড়া গ্রামের প্রামাণিক বাড়ির ঘট উল্টে যাওয়ায় রুষ্ট হন। তাই তিনি মঙ্গলকোটের গ্রামের বাড়িতে পুজোর নির্দেশ দেন। সেই থেকে শুরু হয় পুজো এবং আজও তা চলছে। এছাড়াও মঙ্গলকোটের এটা গ্রামে এক মন্দিরে পাশাপাশি দুটি দেবীর পুজো হয় রায়চৌধুরী বাড়ির পরিবারের। একটি মা তারা'র এবং অন্যটি দেবী দুর্গা'র। দুর্গাপুজোটি প্রায় ৬০০ বছর আগে শুরু হয় গঙ্গাধর রায়চৌধুরীর হাত ধরে। গঙ্গাধরবাবু আগে তারাপীঠ বীরভূমে থাকাকালীন তারা মা তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, এটা গ্রামে মন্দির প্রতিষ্ঠা করে পুজো করতে। সেই থেকে আজও এক মন্দিরের মধ্যেই মা দুর্গা ও মা তারার পুজো হয়ে থাকে। পুজোর বোধনের দিন থেকে পুজো শুরু হয়। পুজোর চারদিন ২৪টি ছাগল বলি দেওয়া হয়। রায়চৌধুরী পরিবারের বংশধরদের বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয় সেখানে প্রত্যেক পরিবারে ভোগ নিবেদন এবং মাছ, মাংস ও কারণ সহযোগে আমিষ ভোগ দেওয়া হয়। এছাড়াও মঙ্গলকোটের জয়পুরের রায় পরিবারে ১০০ বছর ধরে পটে আঁকা দুর্গাদেবীর প্রতিমা পূজিতা হয়ে আসছে। যেখানে বাংলা থেকে পটশিল্পের জৌলুস হারিয়ে যাচ্ছে, সেখানে মঙ্গলকোটের মতো জায়গায় পটে আঁকা ছবিতে দুর্গাপুজো করেন বাসিন্দারা। এছাড়াও অন্যান্য শিল্পীরা রামায়ণ, মহাভারত বা বেহুলা-লখিন্দরের পাঁচালি কাহিনী পটে এঁকে তাঁরা নিয়ে আসেন। পুজো কমিটির উদ্যোক্তা গিরীশ রায় জানিয়েছেন যে, স্বপ্নাদেশ পেয়ে তিনি দেবী দুর্গার প্রতিমা বলতে পটে আঁকা ছবি দিয়ে শুরু করেন। বিসর্জনের সময় পটে আঁকা দুর্গা প্রতিমাকে দোলায় চাপিয়ে গোটা গ্রাম ঘোরানো হয় এবং পুকুর পাড়ে নিয়ে গিয়ে জল ছিটিয়ে আবার মন্দিরে নিয়ে আসা হয়। তাই আর হাতে গোনা কয়েকটি দিন রয়েছে দুর্গাপুজোর। একে অপরকে টেক্কা দিতে জোর প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন মঙ্গলকোটের পুজো উদ্যোক্তারা।

নার্সিং কোর্স নিয়ে চিন্তিত ?
ছেলে ও মেয়ে উভয়ের জন্য
Direct Nursing Admission – 2018
(Recognized by I.N.C/K.N.C/R.G.U.H.S, Bangalore)
Educational Qualification : 10th/12th Pass
(Arts/Science/Vocational/Commerce)
- G.N.M : 3 Years
- B. Sc. : 4 Years
Admission Contact :- 8073172973

SEX সমস্যায় হারবাল চিকিৎসা
মহিলা ও পুরুষের স্বাস্থ্য সমস্যা, চেহারায় লাবণ্য, চুল পড়ার সমস্যা (১৪ দিনে গ্যারেন্টিসহ পরিবর্তন)।
ডাঃ এন.কে.রায় মোঃ- 9433276106
মদ ছাড়ানোর ঔষধ পাইকারী দামে পাওয়া যায়।
গোপনে মদের নেশাছাড়ান (১০ দিনে পরিবর্তন)
কলিকাতা (দমদম), আরামবাগ, উদয়নারায়ণপুর, হেড়িয়া, শ্যামপুর।
যোগাযোগ ঃ- 9433156731, 7501330207